পরীক্ষা পরবর্তী বিচ্ছিন্ন বছরগুলো

YEAR OF ISOLATION

পরীক্ষার সমাপ্তির পর ইউসুফ (আঃ) এবং মুসা (আঃ) উভয়ই তাদের তৎকালিন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। সেই জীবনের অবস্থাগুলোও তুলনা করা যেতে পারে।

১. ইউসুফ (আঃ)-কে কারাগারে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতে হয়েছিল। মুসা (আঃ)-কে মরুভূমিতে বিচ্ছিন্ন জীবনে প্রবেশ করতে হয়েছিল।

Yusuf: Socially isolated in Prison

Musa: Socially isolated in Desert

২. বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রারম্ভে ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে দুইজন যুবকের পরিচয় হয়েছিল। বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রারম্ভে মুসা (আঃ)-এর সাথে দুইজন যুবতী মেয়ের পরিচয় হয়েছিল।

Yusuf: Meets two men in prison.

Musa: Meets two women in the desert.

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, ইউসুফ(আঃ)-এর জীবনের মূল অভিবাবক ছিলেন একজন পুরুষ (বাবা), তাঁর সাক্ষাৎ হল দুইজন পুরুষের সাথে। মুসা (আঃ) মূল অভিবাবক ছিলেন তাঁর মা, একজন মহিলা এবং মরুভূমিতে দুইজন মহিলার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল।

৩. দুইজন যুবক ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হিসেবে এসেছিল। মুসা (আঃ) দুইজন যুবতীকে সাহায্য করার জন্য এগ্রিয়ে গিয়েছিলেন।

Yusuf: Two men approach him for help

Musa: He approaches two women to help

কারাগারে দুইজন যুবক অস্বাভাবিক স্বপ্ন দেখেছিল এবং তারা ইউসুফ (আঃ)-কে একজন সৎকর্মশীল মনে করে তাঁদের সেই স্বপ্নগুলোর ব্যাখ্যা চেয়েছিল।

نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ১২:৩৬ ..... *"আমাদের এর তাৎপর্য বলে দাও, আমরা নিশ্চয়ই তোমাকে দেখছি ভালো-লোকদের মধ্যেকারা' '*

মুসা (আঃ) মরুভূমিতে একটি জলাশয়ের পাশে একটি গাছের নীচ ক্লান্ত হয়ে বসেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন দুইজন যুবতী তাদের গৃহপালিত পশুগুলোকে আগলে রাখছিল যারা জলাশয় থেকে পানি পানের জন্য ব্যাকুলভাবে ধাবিত হওয়া জন্য চেষ্টারত ছিল। অন্যান্য পুরুষ মেষপালকরা তাদের পশুগুলোকে উক্ত জলাশয়ে পানি পান করাচ্ছিল বিধায় তারা তাদের পশুগুলোকে পানির কাছে নিতে পারছিল না। পরিস্থিতিটি বোঝার সাথে সাথে মুসা (আঃ) উক্ত যুবতীদ্বয়কে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গিয়েছিলেন।

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ২৮:২৩ *আর যখন তিনি মাদয়ানের জলাশয়ের কাছে এলেন তখন তিনি তাতে দেখলেন একদল লোক পানি খাওয়াচ্ছে, আর তাদের পাশে তিনি দেখতে পেলেন দুজন মহিলা আগলে রেখেছে। তিনি বললেন -- "তোমাদের দুজনের কি ব্যাপার?'' তারা বললে -- "আমরা পানি খাওয়াতে পারছি না যে পর্যন্ত না রাখালরা সরিয়ে নিয়ে যায়, আর আমাদের আব্বা খুব বুড়ো মানুষ।''*

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ২৮:২৪ সুতরাং তিনি তাদের দুজনের জন্য পানি খাওয়ালেন, তারপর ছায়ার দিকে ফিরে গেলেন আর বললেন -- "আমার প্রভু! তুমি আমার প্রতি যে কোনো অনুগ্রহ পাঠাবে আমি তারই জন্যে ভিখারী হয়ে আছি।''

৪. ইউসুফ (আঃ) তাঁর বিশেষ দক্ষতা দিয়ে যুবকদ্বয়ের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। মুসা (আঃ) তাঁর বিশেষ শারিরীক শক্তিমত্তা দিয়ে যুবতীদ্বয়ের গৃহপালিত পশুগুলোকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে নদী থেকে পানি খাইয়ে দিয়েছিলেন।

Yusuf: Helps them with interpretation - his special ability

Musa: Helps them with his strength - his special ability

এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের সক্ষ্যমতা অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করা উচিত। কেউ আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে পারে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে আমাদের এগ্রিয়ে গিয়ে সাহায্য করা উচিত। তবে যদি প্রয়োজনীয় সাহায্য করার সক্ষমতা না থাকে তবে তা থেকে বিরত থাকাটাও জরুরী বিষয়। অন্যথায় তা সাহায্যের পরিবর্তে আরো সমস্যার কারণ হতে পারে।

সাহায্য করা এবং নেয়ার ক্ষেত্রে আদব বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী বিষয়। বিপরীত লিংগের ক্ষেত্রে তা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী।

৫. ইউসুফ (আঃ) যুবকদ্বয়ের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানের পূর্বে ধর্মীয় উপদেশ-পরামর্শ দিয়েছিলেন। মুসা (আঃ) যুবতীদ্বয়কে সহযোগিতার আগে বা পরে কোন ধরনের উপদেশ বা পরামর্শ দেননি।

Yusuf: Preaches

Musa: Doesn't Preach

উভয়ই আদব বজায় রেখে তাঁদের সাহায্যের কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। সাহায্যপ্রার্থীদ্বয় পুরুষ হওয়ায় ইউসুফ (আঃ) কিছুটা দাওয়াত দেয়ার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। মুসা (আঃ) কোনো দাওয়াত বা অতিরিক্ত কোনো কথা বলার চেষ্টা করেন নি।

৬. ইউসুফ (আঃ) তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করে যুবকদ্বয়ের একজনকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর ব্যাপারটা যেন সে তার মনিবকে জানায়। মুসা (আঃ) যুবতীদ্বয়কে সাহায্য করে তাদের কোনো অনুরোধ করেন নি।

Yusuf: Expects to be mentioned

Musa: Doesn't expect to be mentioned

দুই যুবকের মধ্যে যে ব্যক্তি তার মনিবের কাছে ফিরে যাবে বলে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন তাকে তিনি তাঁর নির্দোষ কারাভোগের বিষয়টি এবং তাঁর বিশেষ দক্ষতার বিষয়গুলো উল্ল্যেখ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু শয়তান তাকে সেটা ভুলিয়ে দিয়েছিল।

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٢﴾ ১২:৪২
আর দুইজনের মধ্যে যাকে তিনি জানতেন যে সে মুক্তি পাবে তাকে তিনি বললেন, "তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বলো।'' কিন্তু শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল তার প্রভুর কাছে স্মরণ করিয়ে দিতে, তাই তিনি কারাগারে থাকলেন আরো কয়েক বছর।

মুসা (আঃ) যুবতীদ্বয়কে সাহায্য করার পর তাদের কাছে কোনো অনুরোধ করেননি। তবে আল্লাহ্'র কাছে সাহায্যের বিশেষ একটি দোয়া করেছিলেন।

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾ ২৮:২৪ সুতরাং তিনি তাদের দুজনের জন্য পানি খাওয়ালেন, তারপর ছায়ার দিকে ফিরে গেলেন আর বললেন -- "আমার প্রভু! তুমি আমার প্রতি যে কোনো অনুগ্রহ পাঠাবে আমি তারই জন্যে ভিখারী হয়ে আছি।''

৭. ইউসুফ (আঃ)-এর অনুরোধ সত্ত্বেও উক্ত ব্যক্তি তার মনিবের কাছে ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে কিছু বলেনি। মুসা (আঃ) কোনো কিছু অনুরোধ না করা সত্ত্বেও যুবতীদ্বয় তাদের পিতার কাছে মুসা (আঃ)-এর বিষয়টি বিশেষভাবে উল্ল্যেখ করেছিল।

Yusuf: Doesn't mentioned

Musa: Does get mentioned

মানুষ মানুষের কাছে সাহায্য চাইতে পারে আবার নাও চাইতে পারে। কিন্তু সাহায্যটি আল্লাহ্'র অনুমতিক্রমেই আসবে। সেটা কীভাবে আসবে মানুষ তা জানে না। যুবকদ্বয় সাহায্য চেয়েছিল, ইউসুফ (আঃ) তাদের সাহায্য করেছিলেন। যুবতীদ্বয় সাহায্য না চাইলেও মুসা

(আঃ) তাদের সাহায্য করেছিলেন। ইউসুফ (আঃ) তাদের একজনের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন, কিন্ত সেই ব্যক্তি সাহায্য করে নি। মুসা (আঃ) যুবতীদ্বয়ের কাছে কোনো রকম সাহায্য চান নি, কিন্তু তারা তাদের পিতার পক্ষ থেকে সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। আল্লাহ্ কীভাবে সাহায্য করবেন তা অনেক ক্ষেত্রে মানুষ ধারণাই করতে পারে না :

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ৬৫:৩ আর তিনি তাকে জীবনোপকরণ প্রদান করেন এমন দিক থেকে যা সে ধারণাও করে নি।

মুসা (আঃ) একটি ভালকাজ করে আল্লাহ্'র কাছে তাঁর সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আল্লাহ্'র অনুগ্রহের জন্য একটি দোয়া করেছিলেন। সেই দোয়ার ফলশ্রুতিতে সেই যুবতীদ্বয়ের পরিবার থেকে সাহায্যের প্রস্তাবটি এসেছিল:

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ ২৮:২৫ অতঃপর (দোয়ার ফলশ্রুতিতে) সেই দুইজন মহিলার একজন তাঁর নিকটে লাজুকভাবে হেঁটে এল। সে বললে -- "আমার আব্বা আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন আপনি যে আমাদের জন্য পানি খাইয়েছেন সেজন্য আপনাকে পারিশ্রমিক প্রদান করতে।''

মুসা (আঃ) তাদের কাছে কোনো সাহায্য চাননি কিন্তু তারা সেচ্ছায় সাহায্য করতে এসেছিল। এক্ষেত্রে মুসা (আঃ) তা ভদ্রতার খাতিরেও প্রত্যাখান করেননি। তিনি সাদরে তা গ্রহণ করেছিলেন। কেননা এটি ছিল আল্লাহ্ পক্ষে থেকে সাহায্য, যার জন্য কিছুক্ষণ আগে দোয়া করছিলেন । এজন্য এই আয়াতটির শুরুতে "ফা" ব্যবহৃত হয়েছে। যা আগের আয়াতের দোয়াটির সাথে এটিকে সংযুক্ত করেছে। ফলে কারো কাছে সাহায্য না চাইতে যদি সাহায্য এসে যায় তাহলে সেটা গ্রহনে কারপন্য করাটা হবে বোকামি। কেননা সেটাই আল্লাহ্'র বিশেষ সাহায্য।

৮. বেশ কিছু বছর পর সেই দুই যুবকের একজন ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে ফিরে এসেছিল। কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেই দুই যুবতীর একজন মুসা (আঃ)-এর কাছে তার পিতার একটি বার্তা নিয়ে এসেছিল।

Yusuf: One of the two men returns years later
Musa: One of the two women returns hours later

ফলে দেখা যাচ্ছে অনেকক্ষেত্রে সাহায্য তাৎক্ষণিকভাবে আসে, অনেকসময় তা বেশ দেরীতে আসবে। অবশ্যই এতে হিকমাহ্ রয়েছে। উভয় কাহিনীতে এই বিষয়টি একইভাবে ঘটে এসেছে। যেমন, ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অনেক পরে তাঁর সাথে পূনর্মিলিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে শিশু মুসা মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাঁর সাথে পূনর্মিলিত হয়েছিলেন।

৯. সেই ব্যক্তি নিজের স্বার্থে ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে ফিরে এসেছিল। সেই যুবতী স্বার্থহীনভাবে মুসা (আঃ)-এর কাছে এসেছিল।

Yusuf: Returns for selfish reasons
Musa: Returns for selfless reasons

রাজা যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা চাইলেন তখন ঐ যুবক তা নিজে জানিয়ে দেবে বলে রাজাকে বলেছিল। অতঃপর সে কারাগারে ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে এসে ব্যাখ্যাটি জানতে এসেছিল। অথচ সে ইতিপূর্বে ইউসুফ (আঃ)-এর অনুরোধটি রক্ষা করেনি। কিন্তু নিজের প্রয়োজনে তাঁর কাছে ফিরে এসেছিল।

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۝٤٥ ১২:৪৫ আর সেই দুইজনের যে মুক্তি পেয়েছিল ও দীর্ঘকাল পরে যার মনে পড়ল সে বললে -- "আমিই এর তাৎপর্য আপনাদের জানিয়ে দেব, সেজন্যে আমাকে পাঠিয়ে দিন।''

যুবতীদ্বয়ের একজন তাদের পিতার পক্ষ থেকে বার্তা নিয়ে মুসা (আঃ)-এর কাছে এসেছিল। সেখানে তাদের কোনো ব্যক্তিস্বার্থ ছিল না।

১০. সেই ব্যক্তি নির্লজ্জভাবে পুনরায় ইউসুফ (আঃ) এর কাছে দ্বিতীয়বার সাহায্য চাইছিল। সেই যুবতী মুসা (আঃ)-এর কাছে তার পিতার বার্তাটি পৌঁছাতে লজ্জাবোধ করছিল।

Yusuf: Shamelessly asks for help
Musa: Shy in offering help

ইউসুফ (আঃ) এর অনুরোধটি না রেখে তাঁর কাছে যুবকটি নির্লজ্জের মতো দ্বিতীয়বার সাহায্য চাইতে এসেছিল।
অন্যদিকে যুবতীদ্বয়ের একজন লাজুকভাবে মুসা (আঃ)-এর কাছে এসে তাদের বাবার প্রতিদান দেয়ার বার্তাটি পৌঁছেছিল।

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ২৮:২৫ অতঃপর (দোয়ার ফলশ্রুতিতে) সেই দুইজন মহিলার একজন তাঁর নিকটে লাজুকভাবে হেঁটে এল।

১১. ইউসুফ (আঃ)-কে কারাগার থেকে বের করে নিয়ে যাবার প্রস্তাব এসেছিল। মুসা (আঃ)-কে প্রদত্ত সাহায্যের প্রতিদান দেয়ার জন্য যুবতীদ্বয়ের পিতা ডেকেছিল।

Yusuf: Asked to be taken out of prison.
Musa: Was asked to be taken to get paid.

রাজা স্বপ্নের ব্যাখ্যা পেয়ে নিশ্চিত বুঝলেন যে উক্ত যুবক এটি ব্যাখ্যা করেনি। জেরায় উক্ত যুবক ইউসুফ (আঃ)-এর বিষয়টি প্রকাশ করেছিল। অতঃপর রাজা ইউসুফ (আঃ)-কে তাঁর কাছে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন (১২:৫০)। ইউসুফ (আঃ) তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদের মিমাংসা করার আহবান করলেন। রাজা সেটা মিমাংসা করে আবার তাঁকে তার কাছে আনার আদেশ দিলেন (১২:৫৪)। অতঃপর তাঁকে সম্মানিত করে একান্তভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ১২:৫০ আর রাজা বললেন -- "তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।''.....

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾ ১২:৫৪ আর রাজা বললেন -- "তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এস, আমি তাঁকে আমার নিজের জন্য একান্তভাবে গ্রহণ করব।'' সুতরাং তিনি যখন তাঁর সাথে আলাপ করলেন তখন বললেন -- "আপনি আজ নিশ্চয়ই হলেন আমাদের সমক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত, বিশ্বাসভাজন।''

যুবতীদ্বয়ের বৃদ্ধ পিতা মুসা (আঃ)-কে প্রতিদান দেয়ার জন্য তার কাছে ডেকে পাঠিয়েছিলেন:

قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ ২৮:২৫ ..... সে বললে -- "আমার আব্বা আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন আপনি যে আমাদের জন্য পানি খাইয়েছেন সেজন্য আপনাকে পারিশ্রমিক প্রদান করতে।''

১২. ইউসুফ (আঃ) মানুষকে বলত কত অনুগ্রহের মধ্যে তিনি ছিলেন এবং আছেন। মুসা (আঃ) যুবতীদ্বয়ে পিতার কাছে তাঁর দুঃখময় জীবনের বর্ণনা দিয়েছিলেন।

Yusuf: Yusuf tells the men how blessed he is
Musa: Musa tells the sheikh his desperate story

ইউসুফ (আঃ) কারাগারে যুবকদ্বয়ের স্বপ্নের বর্ণনার পূর্বে বর্ণনা করছিলেন কীভাবে তিনি অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি তাঁর জীবনে দুঃখের বিষয়গুলোকে দুঃখ হিসেবে মনে করছিলেন না।

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾ ১২:৩৮ "আর আমি অনুসরণ করি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্মমত। এটি আমাদের জন্য নয় যে আমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোনো ধরনের অংশী দাঁড় করাব। এটি আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাচুর্যের ফলে আর মানবগোষ্ঠীর প্রতিও, কিন্তু অধিকাংশ লোকেরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

মুসা (আঃ) যুবতীদ্বয়ের বৃদ্ধ পিতার কাছে তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডিগুলো বর্ণনা করছিলেন।

فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ২৮:২৫.... তারপর যখন তিনি তার কাছে এলেন এবং তার কাছে বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন তখন সে বলল -- "ভয় করো না, তুমি অত্যাচারী লোকদের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ।''

উপরের দুটি বিপরীতমূখী উদহারণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, কষ্টকর অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করার মধ্যে দোষ নেই কিন্তু আল্লাহ্'র নেয়ামতসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কারপণ্য করা উচিত নয়। অপরদিকে দীঘ সময়ে কষ্টকর পরিস্থিতিতে থাকার বিপরীতে আল্লাহ্'র নেয়ামতগুলো বেশী বেশী স্মরণের মাধ্যমে প্রশান্তি পাওয়া যেতে পারে, যেটি ইউসুফ (আঃ) করছিলেন।

১৩. রাজার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, তাই ইউসুফ (আঃ)-কে ডেকে নিয়েছিল। মুসা (আঃ)-এর সাহায্যের প্রয়োজন ছিল কিন্তু সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁকে ডেকে নিয়েছিলেন।

Yusuf: Kings is in need of help and calls for him

Musa: He is in need of help and gets called by Shaikh

স্বপ্নের ব্যাখ্যার পর রাজা ইউসুফ (আঃ) এর সাথে সাক্ষাতে ব্যাকুল হয়েছিলেন। ব্যাখ্যা অনুযায়ী আসু করণীয় ঠিক করতে রাজার সাহায্য প্রয়োজন ছিল। ফলে রাজা ইউসুফ (আঃ)-কে ডেকে নিয়েছিলেন।

মুসা (আঃ) মুসাফীর হিসেবে অসহায় অবস্থায় মরুভূমিতে বিচরণ করছিলেন। তিনি ব্যাকুলভাবে একটি স্থায়ী সমাধান চাচ্ছিলেন এবং আল্লাহ্'র সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি তাঁকে সাহায্য করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

১৪. কারাগারে ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে দুই যুবকের গল্পটি শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত একজন যুবকের সাথে বিষয়টি এগ্রিয়ছিল। মরুভূমিতে মুসা (আঃ) এর সাথে দুইজন যুবতীর সাক্ষাৎ হয়েছিল কিন্তু একজনের সাথে তাঁর গল্পটি অব্যাহত হয়েছিল।

Yusuf: Meets two men, story continues with just one.

Musa: Meets two women, story continues with just one.